দৈনিক সংবাদ

15 MAY 1995

তারিখ 16 MAY 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

সুনামগঞ্জে বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচী ভেস্তে গেছে

সুনামগঞ্জ, ১৪ই মে (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– শিক্ষক স্বল্পতা, জরাজীর্ণ ভবন, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে সুনামগঞ্জ জেলার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ব্যাহত হচ্ছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্যে বর্তমান সরকার ১৯৯২ সাল থেকে দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করে। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে দেশের সকল থানাকে এই কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করা হয়।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জেলার ১০টি থানার মোট ১২৬৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এই কর্মসূচীর আওতায় রয়েছে। এরমধ্যে ৮৫৭টি সরকারি এবং ৪১১টি বেসরকারি পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, জেলার ১০টি থানায় বর্তমানে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছেলেমেয়ের সংখ্যা রয়েছে ২ লাখ ৬০ হাজার ১শ' ২৮ এরমধ্যে বালক ১ লাখ ৩৭ হাজার ১শ' ৩০ এবং বালিকা ১ লাখ ২২ হাজার ৯শ' ৯৭। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে মোট ১ লাখ ৭৮ হাজার ৯শ" ৭১ জন।

প্রথম শ্রেণীতে বালক ৩০ হাজার ২শ' ৭' বালিকা ২৯ হাজার ৪শ' ৪৯, দ্বিতীয় শ্রেণীতে বালক ২৩ হাজার ৭৮, বালিকা ২০ হাজার ৪শ' ৫৪, তৃতীয় শ্রেণীতে বালক ১৮ হাজার ৩শ' ৪৪, বালিকা ১৫ হাজার ৩শ' ২৮, চতুর্থ শ্রেণীতে বালক ১২ হাজার ৯শ' ৭২, এবং বালিকা ১০ হাজার ৭শ' ৫২, পঞ্চম শ্রেণীতে বালক ১১ হাজার ১শ' ৮, বালিকা ৮ হাজার ২শ' ২৫ জন।

কাগজপত্রে ৭৬৬৯% ছাত্রছাত্রী স্কুলে উপস্থিত হচ্ছে বলে দেখানো হলেও বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও ১১ হাজার ৮শ' ২৫ জন ছেলেমেয়ে স্কুল ছেড়েছে বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে।

সম্প্রতি জনৈক কর্মকর্তা আকস্মিক পরিদর্শনে এলে সদর থানার ১০টি স্কুলে মাত্র ২৩% ছাত্র/ছাত্রীর উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। স্কুল চলাকালীন সময়ে অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষক শিক্ষিকা স্কুলে অনুপস্থিত বলে তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী পুরোপুরি সফল না হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে শিক্ষক স্বল্পতা। জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে ২শ' ২২টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান শিক্ষক ১শ' ২১টি এবং সহ শিক্ষক ১শ' ১টি। এছাড়া সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের শূন্যে পদ রয়েছে ২৮টি। শিক্ষক স্পল্পতার দরুন অন্য শিক্ষকদের পক্ষে সকল বিষয়ে পাঠদান সম্ভব হয়ে উঠে না। সুনামগঞ্জ জেলার মোট ২শ' ১০টি বিদ্যালয়ের গৃহের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এসব বিদ্যালয় কাঁচা হওয়ায় তার স্থায়িত্ব হয় অল্প কয়েকদিন। বাঁশ ও ছন দ্বারা তৈরি বিদ্যালয় গৃহে বর্ষার মৌসুমে ঘরেরভেতর বৃষ্টির পানিতে সয়লাব হয়ে যায়। কোন কোন বিদ্যালয় চাল নেই। ছাত্র/ছাত্রীদের খোলা আকাশের নিচে বসে ক্লাস করতে হয়। পর্যাপ্ত আসবাবপত্র অধিকাংশ স্কুলে না থাকার কারণে ছাত্র/ছাত্রীদের স্থান সংকুলান হচ্ছে না।

সুনামগঞ্জ সদর থানার ২টি স্কুলের ৪০% ছাত্র/ছাত্রী গম দেয়ার কথা স্বীকার করলেও অন্য কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীরা গম পায়নি বলে জানিয়েছে। এছাড়া সদর থানার অধিকাংশ ছাত্র/ছাত্রী পেন্সিল এবং খাতা পায়নি বলেও অভিযোগ উঠছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কতটুকু সফল হয়েছে এর জবাবে জনৈক শিক্ষা কর্মকর্তা আংশিক সফল হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।